September 03, 2026

To,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot No. C-1, Block-G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai – 400051

NSE Symbol: MANYAVAR

To,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400001

BSE Scrip Code: 543463

Madam / Sir,

Sub : **Submission of Newspaper Advertisements in respect of the 24th Annual General Meeting of Vedant Fashions Limited (the 'Company')**

Ref : **Disclosure under Regulations 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("Listing Regulations")**

Pursuant to Regulations 30 and 47 read with Schedule III to the Listing Regulations, please find enclosed copies of the newspaper advertisements published on September 03, 2026 in **"The Economics Times" (English)**, and **"Sangabad Pratidin" (Bengali)**, in connection with the 24th AGM of the Company, scheduled to be held on Monday, September 28, 2026 through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM"), in accordance with the applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India.

The aforesaid information is being uploaded on the Company's website (www.vedantfashions.com).

We request you to kindly take the aforesaid information on record and disseminate the same on your respective websites.

Thank you.

For, Vedant Fashions Limited

NAVIN PAREEK Digitally signed by NAVIN PAREEK Date: 2026.09.03 15:30:14 +05'30'

Navin Pareek
Company Secretary and Compliance Officer
ICSI Memb. No.: F10672

BluPine Energy Draws Bids from JSW Neo, Blackstone, Macquarie

Non-binding offers value the co at around ₹22,000 cr enterprise value

Mohit Bhalla

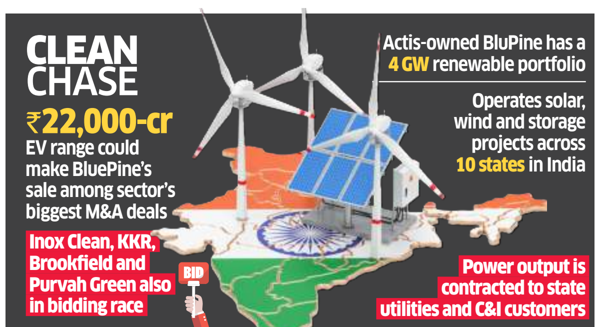

New Delhi: JSW Neo Energy, Inox Clean, Blackstone and Macquarie are among the suitors for BluPine Energy after they officially entered a bidding process to acquire the renewable energy company by submitting non-binding offers Wednesday, people familiar with the matter told ET.

KKR, Brookfield and RP Sanjiv Goenka Group's Purvah Green are also in the fray, according to the people cited earlier. KKR has sought more time to submit a formal offer, as per the sources.

The non-binding offers are said to be in the ₹22,000 crore enterprise value range, they said. This positions BluPine's sale among the biggest M&A deals in the sector.

BluPine Energy is owned by Actis. It has a renewable energy generation portfolio of 4 gigawatts. The company is among the largest renewable energy platforms incubated by Actis in India. Actis previously incubated Ostro Energy and Sprng Energy. It has exited those investments with handsome gains.

The sale of BluPine Energy has been under consideration for more than a year. ET first reported in July last year that Actis was considering the sale of the company. ET subsequently reported on April 24 this year that Actis had mandated Standard Chartered Bank as an advisor on the sale of BluPine Energy.

BluPine had planned to commission certain projects before formally launching the sale process, which has now been completed, the people said.

Actis declined to comment. So did JSW Neo, Inox Clean, Blackstone, KKR and Brookfield. RP Sanjiv Goenka group and Macquarie did not respond to requests for comments.

BluPine energy is helmed by Neerav Nanavaty. It operates solar, wind and storage-based power projects. The output of these power plants is contracted to state-owned utilities and commercial and industrial customers. Its projects are located across 10 Indian states. Deal activity in the renewable energy sector has remained steady. It is being driven by financial investors who flocked to the sector in its early days and who are now seeking to monetise their investments.

On the other hand, Indian conglomerates are looking to build their heft in the sector by buying assets that are on the block. Certain private equity investors like KKR are continuing to build their investment portfolios in the renewable energy sector in line with their global priorities.

Aditya Birla Group recently acquired Sprng Energy from Shell for over ₹17,000 crore. Macquarie recently sold Vibrant Energy to Inox Clean Energy. Global Infrastructure Partners-backed Veena Energy was also recently sold to Inox Clean Energy. RP Sanjiv Goenka's Purvah Green recently acquired an over 1 gigawatt portfolio of assets from ReNew for over ₹4,000 crore.

APSEZ Hits Monthly Record with 50 MT Cargo Volume in August

PTI

New Delhi: Adani Ports and Special Economic Zone (APSEZ) handled a record 50 million tonnes (MMT) of cargo in August, its highest monthly throughput to date, as stronger domestic economic activity, rising container trade and a diversified cargo mix lifted volumes. Cargo handled by India's largest port operator rose 19% from 41.9 MMT a year earlier, according to the company. The increase comes as India's economy continues to expand even as geopolitical tensions, shifting shipping routes and supply-chain realignments reshape global trade flows.

The growth was broad-based. Dry cargo volumes rose 25% year-on-year in August, while container volumes increased 15%.

Shipments of commodities, including coal, iron ore, limestone and other minerals, also contributed to the increase.

■ নেশামুক্তির বার্তা। দক্ষিণ দিনাজপুরে বালুরঘাট এসপি অফিসের সামনে রোলার চালিয়ে নেশার বোতল গুঁড়িয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পাশে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। বুধবার। —রতন দে

নেশাদ্রব্য দুরমুশ, বার্তা শুভেন্দুর

রাজা দাস
বালুরঘাট

"আমার কর্মসূচির প্রথম বার্তা– যুবসমাজকে নেশা থেকে বের করে আনতে হবে।" মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের পর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় প্রথম প্রশাসনিক সফরে গিয়ে রোড রোলারের চালকের আসনে বসে নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ তথা 'ফেনসিডিল' দুরমুশ করে বুধবার এমনই বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন সফরের শুরুতে বালুরঘাট পুলিশ সুপারের অফিসের সামনে সাজানো বাজেয়াপ্ত হওয়া প্রায় দু'লক্ষ নিষিদ্ধ কাশির সিরাপের বোতলের উপর দিয়ে রোড রোলার চালান মুখ্যমন্ত্রী। রোলারে তাঁর সঙ্গী ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "চার মাস বিএসএফ এবং পুলিশ যৌথ অভিযানে এই নেশাদ্রব্যগুলি বাজেয়াপ্ত করেছে। আমরা প্রতীকীভাবে এগুলি ধ্বংস করলাম। পশ্চিমবঙ্গকেও আমরা নেশামুক্ত করব এটাই বার্তা।" বাজেয়াপ্ত হওয়া নেশার দ্রব্যগুলি বাংলাদেশে পাচার করার লক্ষ্য ছিল বলে অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর। নিষিদ্ধ কাশির সিরাপের কারবারে জড়িতদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, "যারা এ সব কারবারে যুক্ত থাকবে, তাদের বছরের পর বছর জেলে থাকতে হবে।"খুব শীঘ্রই বালুরঘাট বিমানবন্দর চালু ও বালুরঘাট মেডিক্যাল কলেজের নির্মাণকাজ শুরুর ঘোষণাও এদিন করেন তিনি।

আবহাওয়া খারাপ থাকায় এদিন মুখ্যমন্ত্রীর কপ্টার বালুরঘাটে নামতে পারেনি। বিহারের পূর্ণিয়ায় নেমে সড়কপথে বিকেল তিনটে নাগাদ তিনি বালুরঘাটে পৌঁছন। ফলে কর্মসূচির অনেক কাটছাঁট করতে হয়েছে। তবে বালুরঘাট এসে প্রথমেই তিনি জেলা পুলিশ সুপার কার্যালয়ের সামনে ২ লক্ষ নিষিদ্ধ নেশার সিরাপ গুঁড়িয়ে দেন রোলার চালিয়ে।সেখানেই জানান, সূর্যাস্তের আগে বালুরঘাট বিমানবন্দর ঘুরে দেখবেন। এদিন জেলায় প্রথম প্রশাসনিক সফরে বালুরঘাটবাসীকে জোড়া উপহার দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি ঘোষণা করেন, খুব শীঘ্র চালু হতে চলেছে বালুরঘাট বিমানবন্দর। একই সঙ্গে প্রস্তাবিত দক্ষিণ দিনাজপুর ও কালিম্পং মেডিক্যাল কলেজের ভূমিপুজো ও নির্মাণকাজও অতি দ্রুত শুরু হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বালুরঘাট ও কালিম্পংয়ে আমরা মেডিক্যাল কলেজ করছি। কেন্দ্রকে প্রোজেক্ট পাঠিয়েছি। তবে আগেই আমরা রিভিউ করেছিলাম। কেন্দ্রের ফান্ড আসতে একটু দেরি লাগবে। আপাতত আমরাই ফান্ড দিয়ে কাজ শুরু করব। এজন্য স্বাস্থ্য ভবনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে টেন্ডার শুরু করার। স্বাস্থ্য সচিব ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিষয়টি দেখছেন।"

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা ঘিরে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ছিল প্রবল উচ্ছ্বাস। দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ ও সংস্কারহীন অবস্থায় থাকা বালুরঘাট বিমানবন্দর বাণিজ্যিক উড়ানের উপযোগী করে দ্রুত চালুর নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল প্রাঙ্গণে দক্ষিণ দিনাজপুর মেডিক্যাল কলেজের প্রাথমিক পরিকাঠামো গড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সরকারি জমিতে দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব স্থায়ী ক্যাম্পাস স্থানান্তরের রূপরেখাও চূড়ান্ত হতে চলেছে। উচ্ছ্বসিত বালুরঘাটবাসী। বিমান পরিষেবা চালু হলে দক্ষিণ দিনাজপুরের সঙ্গে কলকাতার দূরত্বের ব্যবধান যেমন কমবে, নিজস্ব মেডিক্যাল কলেজ তৈরি হলে আর চিকিৎসার জন্য উত্তরবঙ্গ যেতে হবে না।

বাঙালি পদে আপ্যায়ন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বালুরঘাট : মেনুতে ছিল খাঁটি বাঙালিয়ানা। বালুরঘাটের বিখ্যাত রাইখোর মাছ ভাজা, ময়া মাছের চচ্চড়ি, কাতলা আর ইলিশ মাছ এবং দেশি মুরগি ও খাসির মাংস। সঙ্গে সাদা ভাত, পোলাও। চাটনির পর শেষপাতে নয়াবাজারের দই ও রসগোল্লা। স্থানীয় সাংসদ সুকান্ত মজুমদারের বাসভবনে রকমারি ব্যঞ্জনে মধ্যাহ্নভোজ সারলেন শুভেন্দু অধিকারী। মেনুতে ছিল পাট শাকভাজা, শুক্তো, পোস্ত। সুকান্ত জায়া কোয়েল চৌধুরি মজুমদার নিজের হাতে রান্না করে ঐতিহ্যবাহী বাঙালি পদে মুখ্যমন্ত্রীকে আপ্যায়ন করেন। জানান, মুখ্যমন্ত্রীর পছন্দ অনুযায়ী দেশীয় ও স্থানীয় বিভিন্ন পদ রান্না করেছেন। মুগডাল পছন্দ করেন না। তাই মুসুরি ডাল। আবহাওয়া বিভ্রাটে দেরিতে পৌঁছে কর্মসূচি সেরেই মধ্যাহ্নভোজ সারেন।

বার্তা শমীকের

পুরভোটে একাই লড়বে পদ্ম, NCPI জোট খারিজ

স্টাফ রিপোর্টার : সম্প্রতি এনডিএ-র কিছু শরিক দল ও এনসিপির সঙ্গে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ নিয়ে রাজনৈতিক মহলে নানা জল্পনা তৈরি হয়েছে। সেই আবহেই বুধবার কলকাতায় ফিরে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য পরিস্কার জানিয়ে দিলেন, কারও দয়ায় নয়, নিজের শক্তিতেই পুরভোটে একা লড়বে বিজেপি। পুরভোটে বিজেপি কি এনসিপিআইয়ের সঙ্গে জোট করে লড়বে, তা নিয়ে জল্পনা চলছে। এনসিপিআইয়ে থাকা তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদরা ইতিমধ্যেই পুরভোটে বিজেপির সঙ্গে জোট করে লড়াইয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তৃণমূলের বিদ্রাহী সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে কাকলী ঘোষ দস্তিদার বিজেপির সঙ্গে এনসিপিআইয়ের জোট করে লড়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়ে এনসিপিআইয়ের প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছেন শমীক। শমীক স্পষ্ট করে দিয়েছেন, এনসিপি বা অন্যান্য শরিকরা অন্য রাজ্যে বা কেন্দ্রীয় স্তরে এনডিএ-র অংশ হতে পারে, কিন্তু কলকাতার মাটিতে লড়াইয়ের হিসেব সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি বলেন, "বিজেপি একার শক্তিতে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনে লড়াই করে ক্ষমতায় এসেছে। কারওর দয়ায় নয়, কারওর আশীর্বাদে নয়, কোনও মতাদর্শের ডাইলিউশন করে নয়।" বঙ্গে বিজেপি কর্মীরা একাই নির্বাচন লড়ে কলকাতা ও হাওড়া কর্পোরেশন দখল করতে সম্পূর্ণ সক্ষম বলেও জানান তিনি। একা লড়াটা দলের অবস্থান বলেও স্পষ্ট করে দেন তিনি। রাজনীতি সম্ভাবনার শিল্প, একথা স্মরণ করিয়েও শমীক দলের একক লড়াইয়ের সপক্ষেই সওয়াল করেছেন। এছাড়া, দলের অন্দরে ক্ষোভ-বিক্ষোভ এবং বিধায়কদের প্রকাশ্য মন্তব্য নিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি জানান, কিছু জায়গায় সামান্য বিচ্যুতি থাকতে পারে, কারণ কোনও সিস্টেমই ফুলপ্রুফ নয়। জীতেন তিওয়ারি বা অমরনাথ শাখার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিধায়কদের প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করাটা ঠিক হয়নি বলেই তাঁর অভিমত। তিনি নিজে নেতাদের সঙ্গে কথা বলবেন এবং এ নিয়ে দলে বড় অসন্তোষ নেই বলেই জানিয়ে দেন।

অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে ডিএমদের বার্তা

পুরভোট প্রস্তুতি শেষ করতে হবে পুজোর আগেই, এল নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার : অবাধ ও শান্তিপূর্ণ পুরনির্বাচন করাতে কত সংখ্যক পুলিশ লাগবে তা ছয় জেলাশাসকের কাছ থেকে জানতে চাইল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। সেই সঙ্গে পুজোর আগেই নির্বাচনের সমস্ত প্রস্তুতি সেরে রাখার নির্দেশ দেওয়া হল। বুধবার থেকেই রাজ্যে বকেয়া পুরসভা নির্বাচন সম্পন্ন করতে জোর তৎপরতা শুরু করে দিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশন। আসন্ন পুরভোটের সলতে পাকানো এবং সার্বিক প্রস্তুতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে বুধবার একটি উচ্চপর্যায়ের ভার্চুয়াল বৈঠক হয়। রাজ্য নির্বাচন কমিশনার কৃষ্ণ গুপ্তার সভাপতিত্বে আয়োজিত এই প্রশাসনিক বৈঠকে অংশ নেন দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া এবং পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক এবং ডিস্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন অফিসাররা।

কমিশন সূত্রে খবর, বৈঠকে মূলত পুর এলাকার নতুন সীমানা নির্ধারণ, আসন সংরক্ষণ, ইভিএম ব্যবস্থাপনা, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুতি, ভোটকেন্দ্র বাছাই এবং পর্যাপ্ত ভোটকর্মী নিয়োগের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখা হয়েছে। তবে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে ব্যবহৃত ইভিএম দিয়েই পুরভোট করানো হবে, না কি নতুন প্রযুক্তির ইভিএম আনা হবে, সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও নেওয়া সম্ভব হয়নি। ইভিএমের জোগানের উপর নির্ভর করে বকেয়া সমস্ত পুরসভায় একদিনে ভোট হবে, না কি একাধিক দফায় নির্বাচন পরিচালিত হবে, তা নিয়েও প্রথম ধাপের এই বৈঠকে নির্দিষ্ট কোনও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পুরসভা ও পুরনিগমে নির্বাচন আটকে রয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পাঁচটি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, যার মধ্যে রয়েছে কলকাতা, হাওড়া, বিধাননগর, দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি। উত্তরবঙ্গ ও পাহাড়ের কার্সিয়াং, মিরিক, কালিম্পং, রায়গঞ্জ, বুনিয়াদপুর এবং ধুপগুড়ি। তা ছাড়া বালি, ডোমকল, পূজালি, পাঁশকুড়া, হলদিয়া, নদিয়ার কুপার্স ক্যাম্প এবং নলহাটি-- বেশ কয়েকটি। তবে এই বৈঠকে নির্বাচনী সূচির খসড়া নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে আসন সংরক্ষণের খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হতে পারে। তার পর যাবতীয় আপত্তি খতিয়ে দেখে অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে চূড়ান্ত সংরক্ষণ তালিকা মেটানোর লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। পাশাপাশি ইভিএমের ফার্স্ট লেভেল চেকিং, নিরাপদ স্ট্রং রুমের পরিকাঠামো ও মোতায়েনের ব্লু-প্রিন্টও এ দিন পর্যালোচনা করা হয়।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনগুলিকে ভোটার তালিকা সংশোধন, ভোটকেন্দ্র সুনির্দিষ্টকরণ এবং প্রয়োজনীয় কর্মী বরাদ্দের কাজ নির্দিষ্ট ডেডলাইনের মধ্যেই শেষ করার কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ের এই বৈঠক প্রমাণ করছে যে, আসন্ন উৎসবের মরশুম বা দুর্গাপুজো কাটলেই বকেয়া পুরসভাগুলিতে দ্রুত নির্বাচন সম্পন্ন করার চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন।

মমতা-বিজেপি সেটিং তত্ত্ব মদনের

স্টাফ রিপোর্টার : পুরভোটে মমতা শিবিরকে সাহায্য করবে বিজেপি। বিজেপির সঙ্গে ওদের সবই সেটিংয়ে চলছে বলে অভিযোগ করলেন কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র। দুদিন ধরে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় শিবির আর কালীঘাট শিবিরের মধ্যে নব মুখপাত্র দলের তরজা চলছে। কালীঘাট শিবির বুধবার বিদ্রোহী শিবিরকে নিশানা করলে পাল্টা তাদের বিধলেন মদন। তাঁর দাবি, "পুরভোটে মমতা শিবিরকে সাপোর্ট করবে বিজেপি। নিজেদের স্বার্থেই ওই শিবিরকে বাঁচিয়ে রাখতে চায় তারা।" মদন এর পরই মনে করিয়ে দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পুলিশ বা কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে জেরার পরও বাইরে এসে হুঙ্কার দিচ্ছেন কে তাঁর কী করবে। বিধায়কের কথায়, "আমরা উপরে যতই চিৎকার করি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর তাঁর দল দেখাচ্ছেন তারাই আসল বিজেপি বিরোধী। পুরোটাই সেটিংয়ে চলছে। না হলে ১০ ঘণ্টা জেরার পর বেরিয়ে এসে বলে কার কী ক্ষমতা করে দেখাক!" এই প্রসঙ্গেই মদন মমতাকে নিশানা করে বলেন, "বিজেপি চায় মমতা থাকুক। মমতার নেগেটিভ রাজনীতি যতদিন থাকবে ততদিন কোনও প্রতিপক্ষ বিজেপির সামনে আসবে না।" বিজেপিকে সুবিধা করে দেওয়ার জন্যই যে মমতা ছাত্র ভোট করাননি সেই অভিযোগও তোলেন মদন। বলেন, "ভোটে খেটেছে সবাই মার খেয়েছে সবাই আর লুঠ করেছে ২ জন। ছাত্র ভোট করাননি কেন? কারণ জানতেন, সেটা করলে বিজেপি ক্ষমতায় আসতে পারবে না। তৃণমূলের নতুন প্রজন্ম বিজেপিকে আটকে দেবে।" এদিকে হাওড়া পুরভোটে বিরোধীরা দাঁত ফোটাতেও পারবে না। ঠিক মতো প্রার্থীও দিতে পারার মতো অবস্থায় নেই তারা। বুধবার হাওড়ায় এমনটাই দাবি বিজেপি নেতা রাহুল সিনহার।